সংবাদ

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিসি ও ডিপিও বরাবরে অভিযোগ

মোরেলগঞ্জে প্রাইমারি স্কুলে নৈশপ্রহরী নিয়োগবাণিজ্য

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার বহরবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী নিয়োগে মোটা অংকের অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধভাবে নৈশপ্রহরী নিয়োগ বাতিল ও দরখাস্তকারীদের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ৪ জন প্রার্থী বাগেরহাট জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরে লিখিত আবেদন করেছে। বুধবার সকালে দায়ের করা ওই অভিযোগে ৪ প্রার্থী কামরুজ্জামান, মো. আলী, দেলোয়ার খান ও সুজন হাওলাদার বলেন, ওই স্কুলে নৈশপ্রহরী পদে একজন লোক নিয়োগ করা হবে এ বিজ্ঞপ্তি পেয়ে মোট ৭ জন প্রার্থী নিয়োগ পেতে আবেদন করেন। এর মধ্যে মো. সোহরাব হোসেন নামে এক প্রার্থীর আবেদন পত্রে অনিয়ম থাকায় কর্তৃপক্ষ তাকে শোকজ করে। এবং বাকি ৬ জনকে ৪ ফেব্রুয়ারি মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ৩ ফেব্রুয়ারি ইন্টারভিউ কার্ড দেয়। এর মধ্যে এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং আবেদনকারী প্রার্থীরা জানতে পারে স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি প্রধান শিক্ষক গৌরম চন্দ্র মণ্ডলের সহায়তায় দুজন প্রার্থীর নিকট থেকে ৪ লাখ টাকা করে মোট ৮ লাখ টাকা চুক্তি করেছে।

এ দু'জনের মধ্যে একজনকে নিয়োগ দেয়া হবে। এ ঘটনা জানার পর অভিযোগকারী প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। পরে শোকজ করা প্রার্থী সোহরাব হোসেনকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে আর্থিক চুক্তিবদ্ধ ২ জনসহ মোট ৩ জনের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অথচ ওই মৌখিক পরিক্ষার দিন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগের তদন্তের দিন ধার্য ছিল। অভিযোগ সূত্র জানায়, ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুল পরিচালনা কমিটি গত ২৮ জানুয়ারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরে একটি অভিযোগ দায়ের করে। স্কুল পরিচালনা কমিটির এক সদস্য বলেন, স্কুলে নৈশপ্রহরী নিয়োগের জন্য ওই চক্রের কারণে পশ্চিম বহরবুনিয়া গ্রামের দেলোয়ার হোসেন হাওলাদারের ছেলে সুজন হাওলাদার নিয়োগ পেতে ঘুষ দেয়ার জন্য ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে দেয় ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকায়। সুজন হাওলাদার জানান, ওই স্কুলে নৈশপ্রহরী পদে নিয়োগ পেতে প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধির সাথে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা মৌখিক চুক্তি হয়। ১০ কাঠা জমি বিক্রির পরও সম্পূর্ণ টাকা জোগাড় না হওয়ায় বেশি টাকা পেয়ে অন্য প্রার্থীকে সুযোগ করে দিয়েছে। আর অন্য দরখাস্তকারীরা যাতে কোন ধরনের সমস্যা না করে এ জন্য তাদের নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দেয়া অব্যাহত রেখেছে ওই চক্র। এসব কারণে ওই অনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে নৈশপ্রহরী নিয়োগ প্রদানের দাবিতে জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরে আবেদন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরম চন্দ্র মণ্ডল মুঠোফোনে বলেন সোহরাব হোসেনকে শোকজ করা হয়েছিল এটা সত্য তবে, নিয়োগ পরীক্ষায় কোন অনৈতিক সুবিধা নেয়া হয়নি।